দৈনিক জনকণ্ঠ

16 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

অভিমত

নিয়মিত সমাবর্তন হয় না কেন?

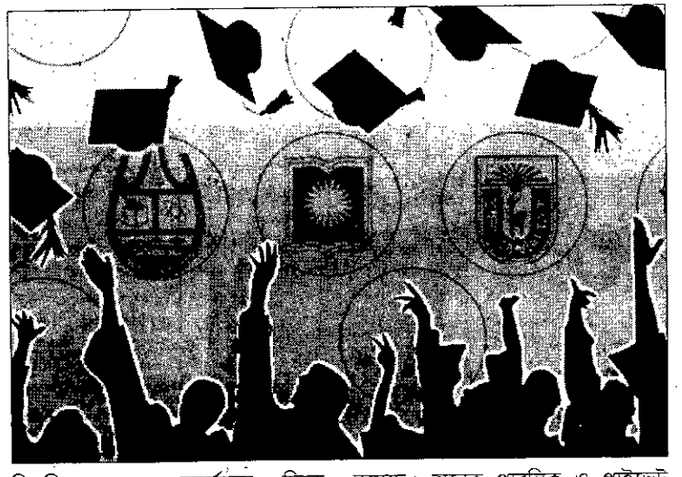

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৩৭ পাবলিক এবং ৯২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনার্স, মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি বছর সমাবর্তন হওয়ার নিয়ম থাকলেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত তা হয় না। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর সমাবর্তন হলেও আমাদের দেশের সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার সংখ্যা আশাব্যঞ্জক নয়। যদিও

কুদরাত-ই-খুদা বাবু

আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশকে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তুলনা করা চলে না, তথাপিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তো অবশ্যই বিশ্বমানের হওয়া উচিত। অন্যথায় 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামক শব্দটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব কমে যাবে। দেশের শীর্ষ বিদ্যাপীঠ খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (যাকে এক সময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে। হিসাব অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত সমাবর্তন হওয়ার কথা ৯১ বার, কিন্তু হয়েছে ৪৯ বার। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠখ্যাত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। সেই হিসাব অনুযায়ী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত ৫৯ বার সমাবর্তন হওয়ার কথা থাকলেও হয়েছে মাত্র নয় বার। ১৯৭০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ পর্যন্ত ৪২ বার সমাবর্তন হওয়ার কথা থাকলেও হয়েছে মাত্র পাঁচ বার। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিসাব অনুযায়ী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৬ বার সমাবর্তন হওয়ার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত সমাবর্তন হয়েছে মাত্র চার বার। দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের দিকে তাকালেও ঠিক একই ধরনের চিত্র পরিলক্ষিত হবে।

দেশের প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়খ্যাত নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত ১৯ বার সমাবর্তন হয়েছে, যদিও ২০ বার সমাবর্তন হওয়ার কথা ছিল। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত ১৯ বার সমাবর্তন হওয়ার কথা থাকলেও হয়েছে ১৭ বার। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ বার সমাবর্তন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়েছে দশ বার। তবে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার সংখ্যা অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরোক্ত তিনটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক কম। তবে সমাবর্তনের পরিসংখ্যানগত দিক থেকে বলা যায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তুলনামূলকভাবে অনেকাংশেই এগিয়ে রয়েছে। অনেক পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনেও সমাবর্তন না হওয়ায় ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বললে দেখা যাবে, দীর্ঘদিনেও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন না হওয়ায় তাদের মনের মধ্যে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

সমাবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের জীবনে রচিত হয় নতুন এক আনন্দময় স্মৃতি। তাছাড়া প্রতিবছর সমাবর্তন হলে শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে বের হয়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যোগদানও করতে পারেন। কিন্তু যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে ও নিয়মিতভাবে সমাবর্তন হয় না, সেসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে যাওয়া শিক্ষার্থীরা এসব আনন্দ-উৎসব, মিলন মেলা, স্মৃতি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। নির্দিষ্ট সময়ে সমাবর্তন না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা দলমত নির্বিশেষে একসঙ্গে মিলিত হতে পারেন না, ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সুসম্পর্ক হওয়ারও পরিবেশ তৈরি হয় না

সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে মূল সনদপত্র প্রদান করা হয়। এদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে মূল সনদপত্র নিয়ে থাকেন। তাছাড়া সমাবর্তনের ফলে গুণীজনদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন ঘটে। আর শিক্ষার্থীরাও তাঁদের সঙ্গে সমাবর্তন নামক মিলনমেলায় অংশ নিতে পারেন। এসব কিছুর মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। **সমাবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের জীবনে রচিত হয় নতুন এক আনন্দময় স্মৃতি। তাছাড়া প্রতিবছর সমাবর্তন হলে শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে বের হয়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যোগদানও করতে পারেন। কিন্তু যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে ও নিয়মিতভাবে সমাবর্তন হয় না, সেসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে যাওয়া শিক্ষার্থীরা এসব আনন্দ-উৎসব, মিলনমেলা, স্মৃতি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। নির্দিষ্ট সময়ে সমাবর্তন না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা দলমত নির্বিশেষে একসঙ্গে মিলিত হতে পারেন না, ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সুসম্পর্ক হওয়ারও পরিবেশ তৈরি হয় না।** তখন অনেক শিক্ষার্থীই অভিযোগ করেন, নিয়মিতভাবে যদি দেশের বিভিন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন করতে পারে, তাহলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন প্রতিবছর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে না? শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, নিয়মিত সমাবর্তন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগকে নির্দিষ্ট সময়ে সকল ক্লাস-পরীক্ষা শেষ করতে হয়। কিন্তু সমাবর্তন না হওয়ায় বিভাগগুলো যথাসময়ে শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী একাডেমিক কার্যক্রম শেষ করে না। ফলে শিক্ষার্থীদের পাঁচ বছরের শিক্ষাজীবন শেষ করতে সময় লেগে যায় প্রায় সাত-আট বছর। আর এভাবেই সেশনজট বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, সমাবর্তন শিক্ষার্থীদের জাতির প্রতি অবদান রাখার জন্য বিশেষ প্রেরণা জোগায়। সমাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হলে তাদের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি সমাবর্তন হচ্ছে বিদ্যায়তনিক সংস্কৃতির অনিবার্য অংশ এবং তা ওই বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের জন্য বড় একটি আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ। নিয়মিত সমাবর্তন করা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় যে তার নিজস্ব মর্যাদা বহন করে থাকে, তা আর থাকে না। তাই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের পরিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটাতে নিয়মিত সমাবর্তন আয়োজন করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুনজর দেয়া উচিত। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত সমাবর্তন আয়োজনের পেছনে কোন অর্থনৈতিক সমস্যা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসাসহ যদি অন্য কোন সমস্যা থেকেও থাকে, তবুও শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে তথা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের পরিপূর্ণতা ঘটানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত হবে ওইসব সমস্যার সমাধান করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত সমাবর্তনের আয়োজন করা।

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, সিটি ইউনিভার্সিটি
kekbabu@yahoo.com